স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য

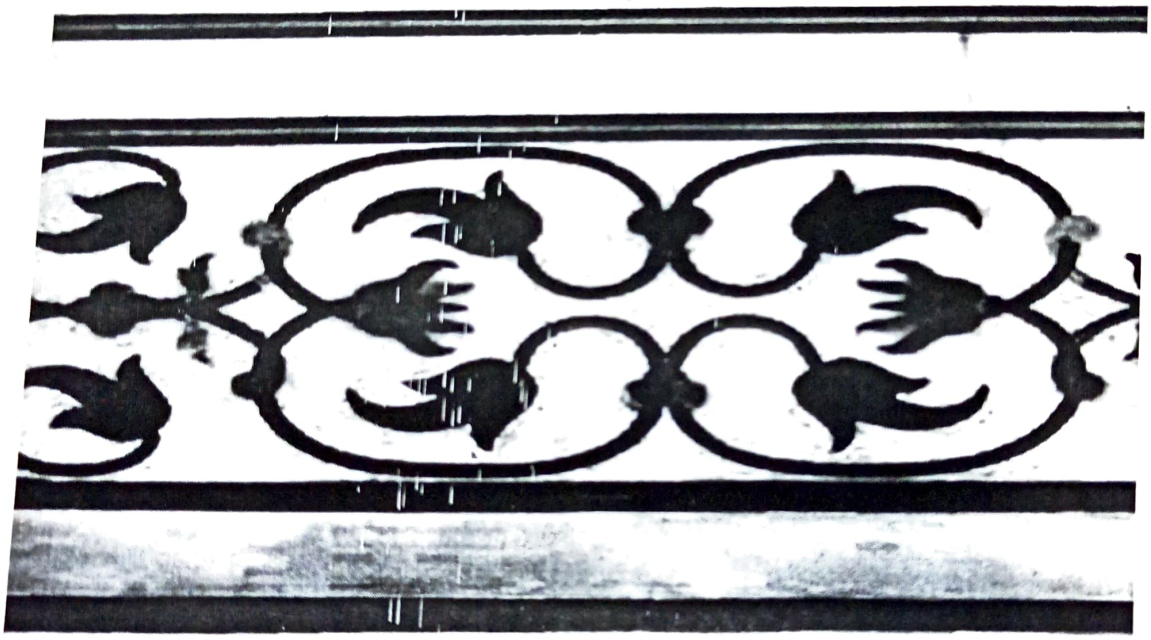

সম্পাদনা
শান্তিময় খাঁ
লিল্টু মণ্ডল

Scanned with AnyScanner

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য

সম্পাদনা
শান্তিময় খাঁ
লিল্টু মণ্ডল

কলিকাতা

Swadhinata Paroborti Bangla Katha Sahitya
Edited by
Santimay Khan
Liltu Mondal
ISBN: 978-93-81111 60-2
© Authors

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশক
কলিকাতা লেটারপ্রেস
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

বিক্রয়কেন্দ্র
বই ক্যাফে কলিকাতা
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

যোগাযোগ
+৯১ ৯৮৩১৪ ০২৩০১ । kolikataletterpress@gmail.com

বর্ণচয়ন
রাহুল
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ
নিউ আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ
রাহুল ও রূপক দাস

২০০ টাকা

Scanned with AnyScanner

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' : শিল্পীর মনোদর্পণ

শিশির সিং

প্রাচীন সভ্যতার আদিবাসী মানুষের জীবনের জীবন্ত কথা মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের স্বাধিকার রক্ষার কথা তুলে ধরেছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিচরণের ক্ষেত্র আত্মসাৎ করেছে ইংরেজ এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী মানুষ। প্রত্যেকটি জীব যেমন বাঁচতে চায় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষজনও বাঁচতে চেয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডা জীবনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা তুলে ধরলেন। মহাশ্বেতা দেবী জীবিতকালে আদিবাসী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বার বার, তা আমরা সবাই জানি। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে ইতিহাসের বিরসা মুণ্ডা ও মুণ্ডা সমাজের মানুষকে বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দিকটি সামনে তুলে ধরেছেন।

সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে উপসংহার অংশ সংযোজন করে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ইতিহাসের ঘটনাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য সাহিত্যিক কে.এস. সিং রচিত 'ডাস্ট স্টর্ম অ্যাণ্ড হ্যাংগিং মিস্ট' বইটি এবং বিরসার বন্ধু অমূল্য আব্রাহাম এর তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও সমাজসেবী মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী বিদ্রোহগুলির কথা গেজেটিয়ার থেকে অনেক তথ্য পেয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস বিরসার জীবনের জেলবন্দী থেকে শুরু করেছেন। স্বভূমিতে রাঁচি জেলে বিরসা ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ কারাগারে কড়া পাহারায় আবদ্ধ। তাদের বন্দী হওয়ার কারণ অরণ্য ঘেরা প্রকৃতির বুকে মুক্ত জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করেছিল। মহাশ্বেতা দেবী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের বাস্তব জীবনকে অনুভব করেছেন।

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে ইতিহাসকে সাহিত্যের সংসারে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবী বিরসা মুণ্ডার মাধ্যমে বলেছেন—"মুণ্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মতো ভাত খাবে না?" আমাদের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় মহাশ্বেতা দেবীর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে। প্রাচীন সভ্যতার মানুষের জীবনের কথাকে কথাসাহিত্যে তুলে ধরে ঔপন্যাসিক সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য দরকার, কিন্তু দেশী-বিদেশী সবাই কেড়ে নিয়েছে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খাদ্য উৎপাদনের ভূমি। মহাশ্বেতা দেবী জীবিতকালে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, শিল্পীর সুচারু দৃষ্টিতে সাহিত্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন বিরসা মুণ্ডার মতো প্রতিবাদী মানুষকে।

Scanned with AnyScanner

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের হাহাকারকে উপলব্ধি করেছেন। বাংলা কথা সাহিত্যে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বিরসা মুণ্ডার ডাকে উলগুলানের মহাবিদ্রোহ যেন বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদের পথনির্দেশ। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে বিরসার মৃত্যুর ঘটনার কথা পাঠকদের জানিয়েছেন। প্রাচীন সভ্যতার মুণ্ডারী ভাষায় বিরসার মৃত্যুতে জেলে করুণ আর্তনাদের ঢেউ গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভরমি মুণ্ডা গানে অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছে—

"হে ওতে দিসুম সিরজাও
নি আলিয়া আনাসি
আলম আনদুলিয়া
আমা রেগে ভরোসা
বিশ্বাস মেনা !!"
(হে পৃথিবীর স্রষ্টা,
আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ করনা
তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস !!)

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী ব্যক্তিগতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন এবং মুণ্ডা সমাজের বাস্তব কাহিনীকে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিরসা মুণ্ডা মুণ্ডাসমাজের বঞ্চিত হওয়ার মূলে বিদেশী ইংরেজ এবং দেশীয় সুবিধাভোগী মানুষকে চিহ্নিত করেছেন। আদিবাসী তথা মুণ্ডা সমাজের কঠোর পরিশ্রমী মানুষেরা প্রকৃতির কোলে জীবনযাপন করে বাঁচতে চেয়েছিল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক বাইরের মানুষ এসেছিল তারাই 'দিকু' নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর অঞ্চলে দিকুরা হয়ে গেল মহাজন এবং 'বেঠবেগারী'র নিয়ম চালু করল। মহাজনেরা বিনা মজুরিতে বেগার খাটিয়ে নিত এবং ছোটনাগপুরের উপজাতিরা 'Bond Servant'- এ পরিণত হয়েছে। মহাজনেরা দিনের পর দিন নিজেদের মুনাফার সুযোগ নিয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা একবার মহাজনের খপ্পরে পড়লে আর রেহাই পেত না। মহাজনদের অত্যাচারে মুণ্ডা সমাজ যখন জর্জরিত তখন আবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ আড়কাঠিদের হাতে পড়েছে। আড়কাঠিরা আদিবাসী মানুষের সংকটময় জীবনের সুযোগ নিয়েছে; আর উত্তরবঙ্গে চা বাগানে ওদের তুলিয়ে নিয়ে গেছে।

মহাশ্বেতা দেবী একজন সমাজসেবী তাঁর চোখে ধরা পড়েছে মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা, শবর, ওঁরাও, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাহাকারের জীবনযন্ত্রনার বাস্তব ছবি। মানবদরদী মহাশ্বেতা দেবী রাঁচি, খুঁনটি, তামার, বন্দগাঁও, মুরহু প্রভৃতি জায়গার মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশেছেন। প্রাচীন সভ্যতার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে জীবন্ত বীরসা ভগবানে পরিণত হয়েছে। বিরসা মুণ্ডা মুণ্ডা সমাজের প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বর্তমান সময়ে তুলে আনতে চেয়েছিল। কথা

Scanned with AnyScanner

সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বিরসা মুণ্ডা সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছেন—

> "....এমন এক 'বর্তমান' রচনা করতে চায় সে, যে 'বর্তমানে' ইংরেজের তৈরি সমাজ বা শাসন থাকবে না। বিরসা মুণ্ডাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে আধুনিক সময়ে আনতে চায়। কিন্তু এ 'আধুনিক সময়ে' পৌঁছে মুণ্ডারা যেন তাদের আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ, সাম্যনীতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানবধর্মে প্রশয় পায়"।

বিরসা মুণ্ডা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে ডাক দিয়েছিল 'উলগুলান'। উলগুলানের ডাকে সমগ্র ছোটনাগপুরের মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষেরা সামিল হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সম্প্রদায়ের অসহায় জীবনযাপনের অবস্থা দেখে ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন আবার উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরেছেন।

কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকারী' উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আশার আলো বিরসা, বাঁচার স্বপ্ন বিরসা। মুণ্ডা সমাজ ভগবানকে (বিরসা) শুধু অন্তরে নয় চোখেও দেখতে পায়। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের জীবন্ত ভগবানকে নিয়ে গান বেঁধেছেন—

> "সিরমারে ফিরুন রাজা জয় !
> ধরতিরে পুড়োই রাজা জয় !
> (জয় স্বর্গের ঈশ্বরের
> জয় পৃথিবীর ভগবানের)।"

মুণ্ডা সমাজের মানুষের বিদ্রোহ স্বাধিকার রক্ষার বিদ্রোহ। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের বিরসার প্রতি এতটাই আশা-ভরসা এবং বিশ্বাস হয়েছিল যে দুশমনের বন্দুক-গুলি-তরোয়াল সব নাশ হয়ে যাবে। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে পাঠককে জানিয়েছেন মুণ্ডা সমাজের মানুষেরা জীবন্ত ভগবানকে ভরসা রেখে বলেন—

> "হে ধরতি আবা, পথের যত কাঁটা
> দুশমনের হিংসা-দ্বেষ-মোদের যন্ত্রনা
> দুঃখের দিন, দুঃস্বপ্ন—
> যত রোগ যত পাপ
> আর ব্রিটিশ
> সব কাঁটা দূর হোক ! দূর হোক ! দূর হোক !"

মানুষের বাঁচার অধিকারের পথ প্রদর্শক বিরসা মুণ্ডা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। আবার সমাজকেও সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর

Scanned with AnyScanner

করে প্রাচীন সভ্যতায় বাঁচতে চাওয়া মানুষ আর তাদের তীর ধনুক ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার লড়াই চিত্রেই প্রকাশ করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডা সমাজের মানুষের জীবন যন্ত্রণার করুণ ছবিকে উপন্যাসে জীবন্ত করে তুলে ধরলেন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে মুণ্ডা জীবনের মহাজনের বংশ পরম্পরায় দাসে পরিণত্য হওয়ার কথা আমাদের সামনে হাজির করেছেন। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বলেছেন—

> "মুণ্ডাকে দিয়ে সেবক পাট্টা লেখানো বড় সোজা। বুড়ো আঙুলে টিপ ছাপ দিলেই সে মহাজন বা জমিদার বা জোতদারের দাস হয়ে গেল।"

মহাশ্বেতা দেবী মুণ্ডা সমাজের বহমান জীবনকে দেখেছেন। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ইংরেজ ও মহাজনের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেছিল। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন—সিসাই, কোলেরিয়া, খুঁনটি, মুরহু, তামার, কোটাব, কুসুমটোলি, দোরমা, চেকাও, জোকবারি প্রভৃতি। বর্তমান সময়েও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা হাহাকারের মধ্যেই জীবনযাপন করে চলেছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের চিত্রিত শোষন, বঞ্চনা, নির্যাতনের ধরন এখনও শেষ হয় নাই। সুবিধাভোগী স্বার্থপর মানুষ এখনও সমানতালে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে।

মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন—"৯ই জুন, ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল। সকাল নটা দশ"। এখানেই ঔপন্যাসিক থামলেন না, সংযোজন করলেন 'উপসংহার' অংশ। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসের উপসংহার অংশে তুলে ধরেছেন বিরসা মুণ্ডার বন্ধু অমূল্যর নোটবই এর নানা জীবন্ত কথা। বিরসা মুণ্ডার ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে অমূল্যের কাছে। অমূল্যবাবু ইংরেজদের কর্মী আদিবাসীদের জীবনকে নিয়ে কেমন ছিনিমিনি খেলা চলছে তা অমূল্যবাবু জানতো। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা জেলের ঘূর্নিপাকে নিঃশেষ হয়ে যেতো। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা ভূমিহারা হয়েছে, স্বাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে জীবন দিয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের উপসংহার অংশে অমূল্য বাবুর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। অমূল্যবাবুর নোটবই এর কথা সুবিধাভোগী মানুষের কাছে অ-মূল্য হতে পারে কিন্তু চির বঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাছে অমূল্য হয়ে থাকবে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকার রক্ষার সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের জীবন্ত দলিল। অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য চাই মানবিক মানুষ আন্দোলন তো আর কোনো অপ্রতিরোধ্য যন্ত্র নয়, সেদিক থেকে বিরসা মুণ্ডার আন্দোলন আদিবাসী সম্প্রদায়ের হৃদয়ে গেঁথে আছে। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বিরসার ডাকে উলগুলানের অমরত্বের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে শিল্পীর সৃষ্টির মনোদর্পণ খুঁজে পাই।

Scanned with AnyScanner

তথ্যপঞ্জী

ক। গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা)

১। অশোক গঙ্গোপাধ্যায় 'বাংলার চা শিল্প এবং শ্রমিক অবস্থা', রক্তকরবী, কোলকাতা-৭৩
২। জয়ন্ত কুমার ঘোষাল 'বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা', পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-০৯
৩। দেবীপদ ভট্টাচার্য 'উপন্যাসের কথা', দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩
৪। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার', করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা-০৯
৫। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে 'পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সমাজ', সুবর্ণরেখা, কোলকাতা-১১
৬। সুবোধ ঘোষ 'ভারতের আদিবাসী', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭৩

খ। গ্রন্থপঞ্জী (ইংরেজি)

১। K.S.Singh : BIRSA MUNDA (1872-1900), National Book Trust, India, New Delhi-110070
২। Risley Herbert Hope : Tribes and Caster of Bengal (Calcutta), 1891

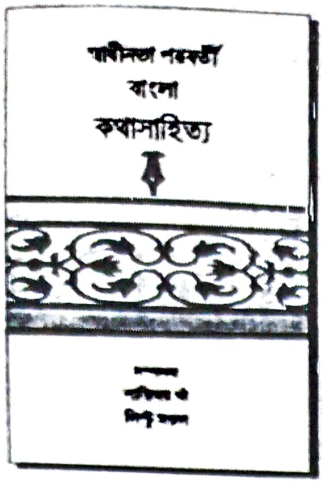

প্রচ্ছদ মারুত কাশ্যপ

Scanned with AnyScanner